পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০

সার্কুলার- ৩/২০১৬ তারিখ : ২২ - ০১ - ২০১৬

কনভেনার প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক
----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। আপনি ভাল থাকুন ও আপনার সহকর্মী সহ সঙ্গী সাথীদের ভাল থাকতে সাহায্য করুন। ইতিমধ্যে সদস্যপদ সংগ্রহ ও কর্মসমিতির নির্বাচন কর্মসূচি সংক্রান্ত সার্কুলার দুটি আপনাদের প্রতিটি ইউনিটে পাঠানো হয়েছে। আশাকরি আপনারা নিজ নিজ ইউনিটে সার্কুলারে উল্লিখিত নির্ঘন্ট অনুযায়ী সদস্যপদ সংগ্রহ ও কনভেনর নির্বাচনের কাজ শুরু করেছেন।

গত ২ জানুয়ারি, ২০১৬ কর্মসমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) পেশাগত সমস্যাগুলি পুনরায় উল্লেখ করে DPI/Principal Secretary-র কাছে একটি Memorandum দেওয়া ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা। সেই সাথে মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর কাছেও সাক্ষাৎকারের জন্য সময় চেয়ে আবেদন করা। সেই মত আমরা গত ৭ জানুয়ারি মাননীয় DPI -র সাথে আলোচনায় বসি এবং আমাদের পেশাগত সমস্যাগুলির উল্লেখ করে পুনরায় একটি স্মারকলিপি জমা দিই। দুজন Jt. DPI ও এই দীর্ঘ আলোচনায় অংশ নেন। আমরা ঐ স্মারকলিপি সমিতির Website-এ ঐদিন দিয়েছি। মূলত CAS সংক্রান্ত জটিলতা, শিক্ষক স্বার্থ বিরোধী ৩১২ ও ৩৩৩ নং সরকারি আদেশনামা দুটি প্রত্যাহার, Ph.D/M.Phil -এর ইনক্রিমেন্ট ও তদনুযায়ী পদোন্নতির সুবিধা, এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে আসা সহকর্মী বন্ধুদের Pay Protection এর সুবিধাদান, FDP -র ছুটি অনুমোদন, ১৫% বকেয়া প্রদান ও DA - এর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট আদেশনামা প্রকাশ, একাধিক কলেজে বনধ -এ অংশগ্রহণকারী শিক্ষক বন্ধুদের অনৈতিক ভাবে বেতন কেটে নেওয়া, Guest Lecturer দের সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা ইতিবাচক হলেও সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান সূত্র না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসার কোনো সুযোগ নেই। ঐদিনই আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সাক্ষাৎকারের সময় চেয়ে আবেদন করেছি।

(খ) Ph.D/M.Phil -র ইনক্রিমেন্ট নিয়ে আমরা বাধ্য হলাম আদালতের দ্বারস্থ হতে। ইতিমধ্যে ১০০ জন বন্ধু মামলায় অংশ নেওয়ার জন্য তাদের নথিপত্র জমা দিয়েছেন। ২৮ মাসের বকেয়া প্রদানের যে আইনী লড়াইয়ে অধ্যাপক সমিতি জয়লাভ করেছে তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আইনজীবীর পরামর্শ অনুযায়ী আমরা এই মামলাটিও দ্রুত শুরু করতে চাই। আপনারা জানেন এই লড়াই চালানোর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সমিতির সংগ্রাম তহবিল-এ মাথাপিছু ৩০০/-(তিনশত টাকা) করে জমা দিন। সদস্যপদের ২০০/- টাকা ও সংগ্রাম তহবিলের ৩০০/- টাকা, মোট মাথাপিছু ৫০০/- টাকা সদস্য বন্ধুরা এক সাথে দিলে সুবিধা হয়।

আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতায় সমিতি এই লড়াইতেও সফল হবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ১০০ জনের পর আরো অনেক বন্ধু এই মামলায় পার্টি হতে চাইছেন। এবিষয়ে আমরা নিরুপায়। আইনজীবীর পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। ৩১২ ও ৩৩৩ নং সরকারি আদেশনামা দুটি প্রত্যাহারের দাবি নিয়েও আমর খুব শীঘ্রই আদালতের দ্বারস্থ হব। ভুক্তভোগী যে সকল সহকর্মী বন্ধু এই লড়াইতে অংশ নিতে ইচ্ছুক দ্রুত সমিতি দপ্তরে যোগাযোগ করুণ।

(গ) বারংবার বলা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে আজ পর্যন্ত শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী/আধিকারিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। দলীয় আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়ে মনোনীত কিছু ব্যক্তির হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার সঁপে বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার বিপন্ন করে তুলেছে। UG/PG ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল আজও তৈরি হল না। শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য বাড়ছে। ছাত্রভর্তি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা - সর্বত্র চরম অরাজকতা চলছে। আমরা এর প্রতিবাদে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ বৃহস্পতিবার রাজ্যের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে (কলকাতা, যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ, গৌড়বঙ্গ, কল্যানী, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর ও বারাসত) শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, আধিকারিকদের যৌথ উদ্যোগে বিক্ষোভ-অবস্থান ও ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে যত বেশি সংখ্যায় পারা যায় এই কর্মসূচিতে যোগ দিন।

(ঘ) পেশাগত অন্য বিষয়গুলি নিয়ে যেহেতু আমরা DPI-র সাথে আলোচনা করেছি এবং মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য সময় চেয়েছি। আমরা কয়েকটা দিন অপেক্ষা করছি। এর মধ্যে সামগ্রিক পরিস্থিতির কোনো গুণগত পরিবর্তন না ঘটলে আগামী একমাসের মধ্যে আমরা আমাদের পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করবো। এ লড়াই আরো কঠিন ও দীর্ঘতর হবে। তাই বন্ধুরা এখন থেকে মানসিক প্রস্তুতি নিন। ভয় দেখিয়ে, শারীরিক আক্রমণ ও মানসিক নির্যাতন, বেতন কেটে শিক্ষকদের আন্দোলনের পথ থেকে সরানো যায়নি -- যাবেও না আগামী দিনে। শিক্ষকদের এহেন নজির বিহীন চরম অসম্মানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগ্রামে আমাদের সামিল হতেই হবে।

অভিনন্দন সহ

শ্রুতিনাথ প্রহরাজ

(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল নং ৯৪৩৩৮২০৬১০